ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে গতকাল মুখে কালো কাপড় বেঁধে উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

মুখে কালো কাপড় বেঁধে ডাকসু নির্বাচন না দেওয়ার প্রতিবাদ

শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হন কিছু শিক্ষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন না দেওয়ার প্রতিবাদে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। প্রতিবাদ জানানোর সময় তাদের ওপর চড়াও হন কিছু শিক্ষক।

ডাকসু নির্বাচন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিনেটে নির্বাচিত ছাত্র-প্রতিনিধি নেই অনেক দিন ধরে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ফেসবুকের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে গতকাল সোমবার এ প্রতিবাদ জানায় শিক্ষার্থীরা। তখন সিনেটে শিক্ষক-প্রতিনিধি নির্বাচন চলছিল।

শিক্ষার্থীরা বলে, ২৭ বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নেই। ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, সিনেটে পাঁচজন ছাত্র-প্রতিনিধি থাকতে হবে। কিন্তু নেই। তারা বলে, শিক্ষক-প্রতিনিধি নির্বাচন হয় কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না। এটা মেনে নেওয়া যায় না।

'ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আগে সিনেট নির্বাচন মানি না, মানব না'—এ স্লোগানে ফেসবুকে ইভেন্ট খুলে একত্রিত হয় শিক্ষার্থীরা। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন ও ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজ তাদের কর্মসূচিতে যোগ দেয়।

সকালে সিনেটে শিক্ষক-প্রতিনিধি নির্বাচন চলাকালে মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ জানাতে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সামনে যায় শিক্ষার্থীরা। সে সময় ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলীর নেতৃত্বে বেশ কিছু শিক্ষক তাদের ওপর চড়াও হন। একপর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। গায়ে হাত তোলার অভিযোগ করেছে শিক্ষার্থীরা। এরপর তারা সিনেট ভবনের প্রবেশমুখে গিয়ে এক ঘণ্টার বেশি সময় অবস্থান করে।

ডাকসু নির্বাচনের আগে সিনেট নির্বাচন মানি না, ডাকসু নির্বাচন চাই, ডাকসু নির্বাচনের আগে সিনেট নির্বাচন অবৈধ প্রভৃতি স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ছিল শিক্ষার্থীদের হাতে। পরে সেখান থেকে ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে মিছিল বের করে তারা। মিছিল ডাকসু ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী মেহেদী মাসুদ অপু বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আইনের অধীনে সিনেটে শিক্ষক-প্রতিনিধি নির্বাচন হয়েছে, সে আইনেই বলা আছে ডাকসু নির্বাচনের কথা, সিনেটে ছাত্র-প্রতিনিধিত্বের কথা। কিন্তু ২৭ বছর ধরে ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী ফোরামে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি নেই। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এটা মানে না। তারা অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন চায়।

ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এম আমজাদ আলী বলেন, সিনেট নির্বাচন চলাকালে কিছু শিক্ষার্থী সিনেট ভবনের সামনে মুখে কালো কাপড় বেঁধে ও হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। তারা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিল যেখানে তাদের দাঁড়ানোর অধিকার নেই। প্রক্টরিয়াল টিম তাদের সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলে তারা শিক্ষকদের উদ্দেশে বাজে ভাষা ব্যবহার করে। কিছু জুনিয়র শিক্ষক তাদের ধরতে চেষ্টা করে। পরে শিক্ষার্থীরা সিনেট ভবনের প্রবেশমুখে অবস্থান নেয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর